بسم الله الرحمن الرحيم

নব্য-ক্রুসেডাররা তাদের চক্রান্ত নিয়ে একত্রিত হয়েছে এবং মুসলিম দেশসমুহের বিরুদ্ধে তাদের হত্যাকান্ড এবং আগ্রাসন অব্যাহত রাখছে, এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদের প্রতি নির্লজ্জ শাসকেরা তাদের অধীনে যুদ্ধ করছে

(অনুবাদকৃত)

০৮/০৮/২০১৪, ইরাকের উপর সর্বশেষ দফা হামলা শুরুর পর থেকে অদ্যবদী আমেরিকা এয়ারক্রাফট মিসাইল এবং ওয়ারশিপ রকেট সহকারে মুসলিম দেশসমূহের উপর আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। গত ২৩/৯/২০১৪ইং তারিখে, এই অঞ্চলের বিশ্বাসঘাতক শাসক, জোটভুক্ত দেশ এবং তাদের অনুসারীদের সাথে নিয়ে সিরিয়ার উপর আকস্মিক হামলার মধ্য দিয়ে এই আগ্রাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়: তাকে অনুসরণ করে ফ্রান্স গত ১৯/০৯/২০১৪ তারিখে এবং বিট্রেন তার পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে গত ২৬/০৯/২০১৪ তারিখে, এবং তাদের অনুসারীরা হামলা শুরু করে। তারা কিছু ভাগ পাওয়ার আশায় আমেরিকার সাথে মিলিত হয়ে এবং এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে একইরকম বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়! তাই এই আগ্রাসনে ফরাসি বিমান আমেরিকার পেছনে পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বৃটেন এই নৃসংশ চক্রের সাথে একই সারিতে অবস্থান নেয়, এবং তারা প্রতিনিয়ত আইএসআইএস এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নতুন নতুন ঠুনকো অজুহাত আবিষ্কার করছে, অথচ মুলত তারা উম্মাহ্'র সম্পদ ধ্বংস করছে, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করছে এবং এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের আধিপত্য ছড়িয়ে দিচ্ছে!

প্রাচীন ক্রুসেডার এবং তাদের তাঁতারীয় অনুসারীরা মুসলিম ভুমিতে হামলা করেছিল, কিন্তু উম্মাহ্ সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে মুজাহিদীন হিসেবে এর মোকাবেলা করেছিল, এবং তাদের ঘাঁটিগুলোকে গুড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের ঐক্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর মুসলিম ভুমিগুলো অপশক্তি এবং মুনাফিকদের নিদারুণ ঘৃণা ও বিভীষিকার কবল হতে প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাথে শুদ্ধ হয় এবং ক্রুসেডাররা বিদায় নেয়, এবং তারপর তাঁতাররাও বিদায় নেয়, এবং পরিশেষে বিশ্বাসীগণই আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে বিজয়ের আনন্দে আনন্দিত হয় ﴿**يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ**﴾ **"তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু"** [আর-রুম: ৫]

মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে আজকের ওবামা এবং নব্য-ক্রুসেডাররা তাদের বেশ-ভুষা এবং জোট পাল্টেছে, তারা যা করছে এটা অবাক কিংবা হতবুদ্ধিকর কোন বিষয় নয়, কারণ তারা: ﴿**هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ**﴾ **"তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন; তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে?"** [আল-মুনাফিকুন: ৪]

আর মুসলিম দেশগুলোর শাসকেরা এসব জোটে অংশ নিয়ে তাদের নিজস্ব ভুমি এবং নিজস্ব জনগণের উপর বোমা বর্ষনের উদ্দেশ্যে বিমান পাঠাচ্ছে, অথচ একই সময়ে ফিলিস্তিনে ইহুদী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তাদের বোমারু বিমানগুলো এক আঙ্গুলও নড়েনা; যেখানে ইহুদীরা সাম্প্রতিক সময়ে গাজার উপর নৃশংস হত্যাকান্ড ও আগ্রাসন চালিয়েছে, এবং এখনও এই পবিত্র ভুমিতে প্রতিহিংসার আগুন ছড়াচ্ছে... ইহুদীদের প্রতি নীরব এই বিমানগুলি কাফিরদের অনুসরণে সক্রিয়, যা সত্যিই একটি ভয়াবহ গুনাহ্'র কাজ।

হে মুসলিমগণ: আপনারা হচ্ছেন আল্লাহ্'র উপর বিশ্বাসস্থাপনকারী, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ প্রদানকারী এক গৌরবৌজ্জ্বল উম্মাহ্, তারপরও কিভাবে আপনাদের ভুমি এবং জনগণের উপর ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রুদের এই নৃশংস আগ্রাসন দেখে আপনারা চুপ থাকতে পারেন? কিভাবে এখনও আপনারা সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের অনুগত এসব দালাল শাসকদের অপসারণের উদ্দেশ্যে আপনাদের সামরিক অফিসার সন্তানদের প্রেরণে বিলম্ব করতে পারেন? যাতে আপনাদের পিতা-পুত্রের এই উজ্জ্বল সৎকর্ম দুনিয়া এবং আখিরাতে পবিত্র হরফে লেখা থাকে। আপনাদের সন্তান এবং পাইলটদের হামলার লক্ষ্যবস্তু যাতে ফিলিস্তিনের উপর দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে হয়, সেজন্য কিভাবে আপনারা সর্বশক্তি ব্যয় না করে থাকতে পারেন? যে ভুমির প্রতিটি কনা মুজাহিদের ঘোড়ার ধুলি এবং শহীদের রক্তে শিক্ত, যে ভুমিকে আপনাদের পূর্বপুরুষগণ আল্লাহ্'র রাহে জয় করেছিলেন, সেই ভুমিতে আজ উম্মাহ্'র সম্পদ, পাহাড়, সমতলভুমির উপর আপনাদের পাইলট সন্তানদের কর্তৃক মিসাইল নিক্ষেপ বন্ধের আহ্বান না করে থাকতে পারেন? ওবামা, জোট এবং দালালদের মধ্যে তার অনুসারীদের দুনিয়ার বিনিময়ে আপনাদের সন্তানদের আখিরাত বিক্রিতে বাধা প্রদানে সর্বশক্তি ব্যয় না করে কিভাবে আপনারা থাকতে পারেন?

হে পাইলটগণ: একদিকে আপনাদের বোমারু বিমান দিয়ে আপনাদের ভাইদেরকেই হত্যা করছেন, অপরদিকে আপনাদের শত্রু, পবিত্র ইস্রা এবং মি'রাজের ভুমির দখলদার, অবরুদ্ধ আল-আক্সা যা মুসলিম নারী-পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত সেখানে যারা ইবাদতকে নিষিদ্ধ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের বিমানগুলো উড়ছে না? আপনাদের মধ্যে কি এমন একজন চিন্তাশীল পুরুষ নাই যিনি তার বিমানের নিশানা ঘুরিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী কাফির এবং ইহুদীদের উপর বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ করবে? সিরিয়া কিংবা ইরাক হোক, মুসলিম ভাইদের হত্যা করা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দৃষ্টিতে ভয়াবহ গুনাহ্ এবং এই গুনাহ্কারী জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখায় দগ্ধ হবে, এবং দুনিয়াতে নিকৃষ্ট-ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে যা দুনিয়া হতে তার বিদায়ের সাথে বিদায় হবে না, সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্'র নিকট একজন মুসলিম হত্যা অপেক্ষায় কম গুরুত্বপূর্ণ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে তিরমিযি বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন: «**لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ**» **"সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্'র নিকট একজন মুসলিম হত্যা অপেক্ষায় কম গুরুত্বপূর্ণ।"**

হে সিরিয়া এবং ইরাকে সংগ্রামরত বিদ্রোহী গোষ্ঠী: আমেরিকা এবং এর জোটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা আইএসআইএস-এর বিপথগামীতাকে শায়েস্তা করার পথ নয়, আইএসআইএস তাদের নিকট মূখ্য বিষয় নয় যতটা না তাদের স্বার্থ এবং এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব-আধিপত্য বিস্তার মূখ্য। এবং তাদের স্বার্থের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তারা আপনাদের মূল্য দেয়, এবং এই অঞ্চলে বিশ্বাসঘাতক শাসক হিসেবে আপনারা তাদের গোলামী করবেন এটাই তারা চায়, যা এখন আর কোন গোপন বিষয় নয় বরং প্রকাশ্য। তারা আপনাদেরকে ট্রেনিং দিতে চায় আশ-শামের যালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নয় বরং আপনাদের নিজেদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আমরা যেমন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন যে আইএসআইএস **হিযবুত তাহ্রীর** সহ আপনাদের মুসলিম সন্তানদেরকে হত্যা এবং বন্দি করছে, ঠিক তেমনি আমরা এই বিষয়েও সচেতন যে আমেরিকা তার খুনী জোটকে আইএসআইএসকে নির্মূলের জন্য নয় বরং এই অঞ্চলের উপর আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব বিস্তারের লক্ষ্যেই এই অভিযান চালাচ্ছে। তারা ইরাক এবং সিরিয়ার শাসকদের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রেসক্রিপসনের বাস্তবায়ন করতে চায়, এবং তাই এই দুই দেশের সরকারই হচ্ছে তাদের প্রবেশপথ। এবং তারা সম্পূর্ণ অবগত যে যদি তাদের এই ঘৃণ্য লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে তাদের জন্য মহাবিপদ ঘনীভুত, তাই যতদিন না আমেরিকা নতুন কোন দালাল প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে ততদিন পর্যন্ত তারা আপনাদের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করতে চাচ্ছে। তারপর তারা আপনাদের ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করবে যদি না তাদের আদেশ পালনকারী অনুগত দালাল না হন কারণ এটা অতীতেও হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, বছরের পর বছর দালালী সত্ত্বেও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় এসব দালালদের অন্ধকার পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। আপনারা যদি ওবামার কৌশলের দিকে একটু আলোকপাত করেন তবে দেখতে পাবেন যে এসব প্রস্তুতি এবং ট্রেনিং-এর জন্য সে একটি দীর্ঘ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে যাতে সে এরমধ্যে

নতুন কাউকে দালাল হিসেবে খুঁজে পায় যে পূর্বের দালালের স্থলাভিষিক্ত হবে... ওবামা এবং জোটের কৌশলে না সিরিয়া কিংবা ইরাক কিংবা সিরিয়া-ইরাকের জনগণের জন্য কোন কল্যান রয়েছে, কিভাবে সম্ভব যদি তারা:

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾

"কিভাবে (তাদের সাথে চুক্তি সম্ভব), যখন তারা যদি তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভে সক্ষম হয়, তবে তারা তোমাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন কিংবা নিরাপত্তার অঙ্গীকারের কোনো তোয়াক্কা করে না?" [আত্-তওবা: ৮]

এটা হচ্ছে এই অঞ্চল এবং এর চারপাশকে দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রনের মার্কিন কৌশল, এমন যেন সেবলার চেষ্টা করছে যে, "নোঙরের জন্য বন্দর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, সুতরাং তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।"

হে মুসলিমগণ, হে পাইলটগণ, হে সংগ্রামরত বিদ্রোহী গোষ্ঠী:

সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের সাহায্যে নয় কিংবা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেও নয়, বরং আপনাদের নিজেদের শক্তিসামর্থ্য এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আইএসআইএস-এর বিপথগামীতা নির্মূল করতে হবে; কারণ আমেরিকা এবং তার জোট যদি এই অঞ্চল এবং জনগণের উপর কর্তৃত্ব অর্জনে সক্ষম হয় তবে তাদের চক্রান্তের ক্ষতির তুলনায় আইএসআইএস-এর ক্ষতি হাজার গুণে কম। কোন ক্ষতিকে বড় কিংবা বৃহৎ ক্ষতি দিয়ে দূর করা যায় না, বরং মন্দ বা ক্ষতিকে সৎউপদেশ দিয়ে, পথবিচ্যুতিকে সোজা পথ দিয়ে, এবং দূর্নীতিকে সৎকাজ দিয়ে সমাধান করতে হয়। এসব কিছুই আপনাদের দ্বীনের হুকুম-আহ্কামের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে; তখনই আপনাদের দ্বারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়াদা পূর্ণ হবে।

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।" [সূরা আন-নূর : ৫৫]

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত ভবিষ্যৎবাণী পূরণ করে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন,

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

"...অতঃপর আসবে খিলাফত নবুয়্যতের আদলে"

তখন পৃথিবী আরও একবার খিলাফত দ্বারা আলোকিত হবে এবং নব্য-ক্রুসেডাররা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো কোন পুরষ্কার ছাড়াই শুধু পরাজয় এবং গ্লানি নিয়ে বিতাড়িত হবে।

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"এবং আল্লাহ্ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না"। [ইউসুফ: ২১]

হে মুসলিমগণ, হে পাইলটগণ, হে সংগ্রামরত বিদ্রোহী গোষ্ঠী:

হিযবুত তাহ্রীর আপনাদেরকে আহ্বান করছে, কেউ কি সাড়া দেবেন? **হিযবুত তাহ্রীর** আপনাদেরকে স্মরণ করাচ্ছে, কেউ কি স্মরণ করবেন? **হিযবুত তাহ্রীর** আপনাদেরকে ইতিহাসের দিকে আলোকপাতের আহ্বান করছে, কেউ কি সতর্ক হবেন? **হিযবুত তাহ্রীর** আপনাদেরকে পথ দেখাচ্ছে, হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তা হতে শিক্ষা লাভ করুন।

﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾

"নিশ্চয়ই এতে (কুর'আনে) ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু রয়েছে।" [আল-আম্বিয়া': ১০৬]

৪ জ্বিলহজ্ব ১৪৩৫ হিজরী

২৮/৯/২০১৪ খৃষ্টাব্দ

হিযবুত তাহ্রীর